



# বলো কলকাতা

সর্বদা সত্যের খোঁজে...

All india registered digital media platform

Reg by - Gov of india



খারিজ রাহুলের  
সাংসদ পদ (১)

নবীন-এর সাথে  
সৌজন্য সাক্ষাৎকার,  
মমতা (৩)

তৃণমূল নেতার  
দাদাগিরি! (৫)

বসের নজরে এবার কলকাতার  
আন্ডারওয়ার্ল্ড!! (৪)

epaper.bolokolkata.com

কলকাতা ১০ চৈত্র ১৪২৯, শনিবার ২৫ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

৬ + ২ পাতা



সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, গ্রুপ সি  
ও নবম-দশমের শূন্যপদে  
এখনই নিয়োগ নয়!

ধীমান কুন্ডু, BKL NEWS DESK:- সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলো স্কুল সার্ভিস কমিশন। গ্রুপ সি ও নবম দশম এর শূন্য পদে এখনই নিয়োগ নয়, জানিয়ে দিল বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর ডিভিশন বেঞ্চ।

বিচারপতি সুরত তালুকদারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই গ্রুপ সি এবং নবম-দশম শ্রেণিতে যথাক্রমে ৮৪২ জনের এবং ৬১৮ জনের চাকরি গিয়েছে। সেইসব শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ করার জন্য নির্দেশও দিয়েছে আদালত।



প্রথম রোজার দিনেই চাঁদ মামার  
দৃষ্টিভঙ্গি! ইসলামীয়েদের জন্য  
আল্লাহ-এর আশীর্বাদ!!

BKL NEWS DESK:- আজ ইসলাম ধর্মে প্রথম রোজা শুরু। আগামী মাসেই আসছে পবিত্র ঈদ উৎসব। কিন্তু শুরুটা হলো এই প্রথম রোজার সন্ধ্যায় শুক্রবার অর্থাৎ ২৪ শে মার্চ চাঁদের ঠিক নিচে শুক্র গ্রহ চলে আসে এবং তাতে এই আকৃতি এক অপূরণ সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করে, যা ঠিক যেন চন্দ্রবিন্দু অথবা আরবি হরফে ৬ এর মতো।

এই দৃশ্য প্রথম দেখা যায় আজ, আগে কোনদিন কেউ দেখেছে বলতে পারছে না কিন্তু কারোর, কারোর বক্তব্য অনুযায়ী এমন দৃশ্য না-কি প্রত্যেক বছর রোজার প্রথম দিনেই দেখা যায়। এই দৃশ্য দেখেই না-কি রোজা শুরু হয়।

যাইহোক মতামত তো থাকবেই আসল কথা হলো আজ এই দৃশ্য সত্যিই অপূরণ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছে।



খারিজ রাহুলের সাংসদ পদ

বলো কলকাতা, নিউজ ডেস্ক :- জল্পনা ছিলই। এ বার তা বাস্তবে পরিণত হল। সাংসদ পদ খোয়ালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। মোদি পদবি ঘিরে মন্তব্যের জেরে আদালত তাঁকে ২ বছরের সাজা শোনানোয় নিয়ম মেনে সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেল সনিয়া-পুত্রের।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে তাঁর 'মোদি পদবি' নিয়ে মন্তব্যের জন্য ফৌজদারি মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ ২৩ মার্চ থেকেই তাঁকে লোকসভার সদস্য (সাংসদ) হিসাবে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাহুল গান্ধি কেরালার ওয়েনাডু আসন থেকে সাংসদ ছিলেন। বৃহস্পতিবার সুরাত আদালত কর্ণাটকের একটি নির্বাচনী সমাবেশে ২০১৯ সালে রাহুল গান্ধির 'মোদি পদবি' মন্তব্যের জন্য ফৌজদারি মানহানির মামলায় কংগ্রেস নেতাকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। তবে রাহুলকে জামিন দেয় আদালত।

রাহুল ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে কর্ণাটকের কোলারে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে জনসভায় গিয়ে বলেছিলেন যে, "কীভাবে সব চোরেদের পদবি মোদি"! এই মন্তব্যের জন্য রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলা করেছিলেন সুরাত পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক পূর্ণেশ মোদি।

এরপর ৩ এর পাতায়-

## শিরোনাম

- গরুপাচার মামলায় অভিযুক্ত বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে তিহাড় জেলে বন্দি। এই অবস্থায় তাঁর মেয়ে সুকন্যার খেয়াল রাখার জন্য দলের কোর কমিটিকে নির্দেশ দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- লোকসভায় পাশ হল ২০২৩-এর আর্থিক বিল। ৬৪টি সংশোধনী-সহ পাশ হল এই বিল।
- আগ্নেয় অস্ত্র দেখিয়ে মারধর করে টাকা লুট করার ঘটনায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গ্রেফতার! (৫)
- প্যানের আধার লিংক বাঞ্ছনীয় (৪)
- জোরাল কম্পন অনুভূত হল মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিওরে। (৩)
- বারাগসীতে রোপওয়ার উদ্বোধন - প্রধানমন্ত্রী (৩)
- প্রেমিকার কালো ওড়নায় প্রেমিকের গলায় ফাঁস (৩)



পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিয়োগ দুর্নীতিতে যাঁদের নাম করেছেন তাঁদের বসিয়ে জেরা করা হোক। বৃহস্পতিবারের পর আবারও টুইটে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার আদালতে ঢোকার মুখে বোমা ফাটিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, সুজন চক্রবর্তীরা নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত।



বহু প্রশংসিত তন্ত্র ও মাতৃসাধক **শ্রী গোবিন্দ আচার্য**  
Tantra Bagish, Samudrik Ratna, Gold Medalist (Benaras)  
K.B.S. (N. Delhi), M.R.A.S. (London), I.S.C.A & B.M.U. (Cal)  
7/1, Jessore Road, Dum Dum, Kol-28  
Mob. : 8777091514 / 9748876046



নিউজ চ্যানেলের কাজ শিখতে চান?  
আমরা নিউজ চ্যানেলের কাজ শেখাই।  
এখানে হাতে কলমে কাজ শেখানো হয়।  
এখানে কাজ শিখতে কোন অর্থ লাগেনা।  
শুধু লাগে শেখার ইচ্ছে ও সংসাহস।



**BOLO KOLKATA TV**

Helpline : 8240168370

Company Info



**BKL NETWORK**

All india registered digital news media platform

Registered under MIB Gov Of India

UDYAM - WB-10-0002663

S&E - KL04362N2023000006

D.Regd.ID - 2443112416

Office : 8/1, Vidyasagar Sarani, Garfa, Jadavpur, kolkata 700078

Email : info.soumiksanyal@bolokolkata.com

Helpline : 8240168370



**বলো কলকাতা**

epaper.bolokolkata.com



# --শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন--

২

কলকাতা ১০ চৈত্র ১৪২৯, শনিবার ২৫ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

## জ্যোতিষী

আপনার মুখ এবং আমার গণনা !  
আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের মূল কারন হতে পারে।



প্রাচীন লুপ্তপ্রায় সামুদ্রিক জ্যোতিষ মতে হস্তরেখা, মুখমণ্ডলের গঠন ও শরীরের বিভিন্ন স্থানের চিহ্ন দেখে জীবনের নানা সমস্যার (বিদ্যা অমোনোযোগী, ব্যাবসা, চাকরী, কর্মোন্নতি, বিবাহ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, গৃহ শান্তি, গোপন শত্রুতা, মামলা মকোদমা প্রভৃতি) সঠিক কারন নির্ধারণ ও স্থায়ী প্রতিকারে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ন গোস্বামী অধিষ্ঠায়।

৫৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্যোতিষ অংগদ

প্রাচীন লুপ্তপ্রায় সামুদ্রিক জ্যোতিষ শিখতে আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন। শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট।

Resedence - 3B, Charu Chandra Avenue. Kol-33

Chember - 5B, Nepal Bhattacherjee Street. Kol-26

জাতীয় পুস্তক আদায়ক 9433215177 / 7439877765

ভাগ্য বদল নয়, ভাগ্যের বাঁধা

সরিষে সৌভাগ্যের দিশারী

স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত জ্যোতিষ ও বাস্তববিদ

তত্ত্বসাধক জ্যোতিষাচার্য

শ্রী অমল চক্রবর্তী



জ্যোতিষ ও তন্ত্রের সঠিক প্রয়োগে আপনার যে কোন জটিল ও কঠিন সমস্যার গ্যারান্টি সহ নিশ্চিত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

চেন্নাই- শ্যামবাজার, কালীঘাট

বরাহনগর, ও অন্যান্য।

তারাপীঠ সহ বিভিন্ন সিদ্ধ পীঠে

তন্ত্র ক্রিয়ায় জটিল ও কঠিন

সমস্যার সমাধান করা হয়।

9874179339 / 9433920478

রাঃ স্বাঃ

অভিজ্ঞতা লব্ধ সনাতন জ্যোতিষী

জ্যোতির্বিদ দেবপ্রী

(জ্যোতিষ শাস্ত্রী জ্যোতিষ পদ্মশ্রী)

A-8/ 189, Kalyani

Ph.- 9748631103

Astro Consultant

jdabosree@gmail.com

জন্মছক, হাত, বাস্তু, সংখ্যাতত্ত্ব, শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা

মানব জীবনের সাংসারিক, আর্থিক, বৈবাহিক, বিদ্যা

কেরিয়ার ও স্বাস্থ্য সহ সকল বিচার যত্ন সহকারে করা হয়।

হাতে কলমে জ্যোতিষ শিখুন, শিক্ষান্তে Certificate ও উপাধি

যারা জ্যোতিষ শিখছেন অথচ

প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না

তারা যোগাযোগ করুন

9748631103

Certified Gem

ও রত্নাক

পাওয়া যায়।

পি. কে. দাস জেমস

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

১০০% অমূল্য গ্রন্থের (শিটিজিমেড) কম দামে পণ্ডা যা

## বাড়ি/ঘর/ফ্ল্যাট ভাড়া

- J.D park মেট্রোয় কাছে  
ভবানীপুর 400 Sft. (AC) অফিস  
ঘর ভাড়া দেব। 9831632434

## জ্যোতিষ শিক্ষা

- জব ওরিয়েন্টেড কোর্স।  
অনলাইন / হাতে কলমে,  
জ্যোতিষ, তন্ত্র, শিখে স্বনির্ভর  
হোন। কলকাতা, মেচেদা।  
6294611974

## শিক্ষা

- অভিজ্ঞ নৃত্য শিল্পী (২৬ বছরের)  
দ্বারা কথক, ভরতনাট্যম, ওড়িশি  
সহ রবীন্দ্র নৃত্য ও ক্রিয়েটিভ  
শেখানো হয়। প্রাচীন কলাকেন্দ্র  
দ্বারা পরীক্ষার ও সার্টিফিকেট  
প্রদান করা হয়। সেশন শুরু  
১৫ই মার্চ। আসন সীমিত। বাস্কার  
কলাঙ্গন। (M) 9051960946

## স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

- যোগা, ফিজিওথ্যারাপী  
(ম্যানুয়াল ও মেশিনে)  
কলকাতার মধ্যেবাড়ি গিয়ে  
করি। ডাক্তার বাবুর পরামর্শ ও  
নির্দেশ অনুসারে। 8240236935
- অ্যাডভান্সড ইমিউনোথেরাপি  
জরায়ুতে টিউমার, পলিসিস্টিক  
ওভারী, গলব্লাডারে স্টোন, যে কোন  
ধরনের ক্যান্সার, কিডনির জটিল  
অসুখ বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ  
সরানো হয়। টেলিমেডিসিন No-  
8617553735

## REBEL FITNESS

"a complete fitness solution for  
you and your family"

- Fitness counseling
- Training at our centre.
- Training at your personal place
- Group classes
- Body transformation

Contact @ 7980684996

লিখতে  
চান ?  
ফোন করুন

8240168370

সকল রকম বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড়  
পত্রিকায় গল্প, কবিতা, রান্নার রেসিপি,  
ভ্রমণ কাহিনী আঁকা, নিজের ফোনে  
তোলা ছবি ও আপনাদের মতামত  
পাঠান। মোঃ - ৮৯১০৫৩৯২৯৭

## আজকের রাশিফল

### ২৫ শে মার্চ

- মেঘ - ভালোবাসায় আপ্লুত
- বৃষ - অসন্তোষ
- মিথুন - অনিশ্চিত সম্ভাবনা
- কর্কট - প্রচেষ্টায় সাফল্য
- সিংহ - দুশ্চিন্তা
- কন্যা - ঘুম ভেঙ্গে যায়
- তুলা - সুখলাভ
- বৃশ্চিক - ব্যবসায় লাভ
- ধনু - হতাশা
- মকর - অযথা হয়রানি
- কুম্ভ - স্বাস্থ্যের উন্নতি
- মীন - অহেতুক বাধা

গণনায় - জ্যোতির্বিদ দেবপ্রী

৯৭৪৮৬৩১১০৩

## আকর্ষণীয়

### বিজ্ঞাপন ধামাকা অফার

আসন্ন বাংলা নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া ও মে  
দিবসে আপনার প্রিয়জন, বন্ধু এবং ব্যবসায়িক  
পরিজনদের ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান গতভাবে  
অতি স্বল্প মূল্যে শুভেচ্ছা বার্তা জানানোর ব্যবস্থা  
করেছে বলো কলকাতা অনলাইন দৈনিক  
পত্রিকা। একদিনের শুভেচ্ছা বার্তার মূল্যে  
তিনদিন-ই শুভেচ্ছা জানান।

বিস্তারিত জানতে ও শুভেচ্ছাবার্তা প্রকাশের  
জন্য আজই যোগাযোগ করুন এইনম্বরে

+91 89105 39297

শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ শে মার্চ ২০২৩

## DEBJIT SIR COACHING CLASSES

Mo: 98300 37937

English ( Honours , M.A. )

CU - IGNOU - RBU - Netaji

Entrance Exam.

Preparation : WBCS , RAIL

, BANK , CDS , IELTS ,

PTE , CAT , GMAT

RASHBEHARI ( Badamtala )

JADAVPUR ( Bijoygarh )

বলো কলকাতায় সাংবাদিক, লেখক  
ও সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ শেখা  
বা করার জন্য লোক প্রয়োজন।  
আগ্রহীরা সত্বর যোগাযোগ করুন -  
৮২৪০১৬৮৩৭০

সতর্কীকরণ: বিজ্ঞাপনের যাবতীয়  
বক্তব্য একমাত্র বিজ্ঞাপন  
প্রদানকারীর নিজের, দায়িত্ব ও তাঁর।  
"বলো কলকাতা-এর" এর এতে  
কোনও ভূমিকা নেই। পাঠকের  
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব।, তাই  
প্রচারিত বা ঝুঁকির ব্যাপারে সব  
জেনে নিয়েই পদক্ষেপ নেবেন।

## জন্মদিন

১৮৫৭ - মহাকবি কায়কোবাদ জন্মগ্রহণ করেন।  
১৮৮১ - হাঙ্গেরীয় পিয়ানোবাদক ও সুরকার বেলা  
বারটোক জন্মগ্রহণ করেন।  
১৯০৬ - ইংরেজ ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক  
অ্যালান জন পার্সিভাল টেইলর জন্মগ্রহণ করেন।  
১৯০৮ - ডেভিড লিন, ইংরেজ চলচ্চিত্র পরিচালক,  
প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার। (মৃ. ১৯৯১)  
১৯১৯ - সুবোধকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত  
ভ্রমণকাহিনী লেখক। (মৃ. ১৮/০১/১৯৯২)  
১৯২০ - ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক পল স্কট জন্মগ্রহণ করেন।  
১৯২১ - সিমন সিনিয়রে, ফরাসি অভিনেত্রী।  
১৯২৪ - জাপানি অভিনেত্রী মাচিকো কিও  
জন্মগ্রহণ করেন।  
১৯২৫ - গুণময়ী মাস্টার বাঙালি ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক।  
১৯৪৮ - ভারতের অন্যতম চলচ্চিত্র অভিনেতা ও  
টেলিভিশন উপস্থাপক ফারুক শেখ। (মৃ. ২০১৩)  
১৯৬২ - আমেরিকান অভিনেত্রী মার্শা ক্রস  
জন্মগ্রহণ করেন।  
১৯৬৫ - আমেরিকান অভিনেত্রী, গায়ক ও  
প্রযোজক সারাহ জেসিকা পার্কার জন্মগ্রহণ  
করেন।  
১৯৭৬ - ইউক্রেনীয় মুষ্টিযোদ্ধা ও লাডিমির  
ক্লিটসচক জন্মগ্রহণ করেন।  
১৯৮৭ - নাইজেরিয়ান ফুটবলার ভিক্টর অবিনা  
জন্মগ্রহণ করেন।

## মৃত্যুদিন

১৬২৫ - ইতালীয় কবি ও লেখক গিয়ান্বাটিস্টা  
মেরিনো মৃত্যুবরণ করেন।  
১৭৫৪ - একজন ইংরেজ কবি উইলিয়াম  
হ্যামিলটন।  
১৯১৪ - নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি কবি ও  
সাহিত্যিক ফ্রেডেরিক মিস্ত্রাল মৃত্যুবরণ করেন।  
১৯৫৫ - ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের  
অগ্নিকন্যা মোহিনী দেবী। (জ. ১৮৬৩)  
১৯৭৩ - লুক্সেমবার্গ বংশোদ্ভূত আমেরিকান  
ফটোগ্রাফার, চিত্রকর ও কিউরেটর এডওয়ার্ড  
স্টেইচেন মৃত্যুবরণ করেন।  
১৯৭৬ - জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকান  
চিত্রশিল্পী ও শিক্ষাবিদ জোসেফ আলবেরস  
মৃত্যুবরণ করেন।  
২০১০ - নিমাই ঘোষ ভারতীয় বাঙালি  
আলোকচিত্রী। (জ. ১৯৩৪)  
২০১২ - ইতালীয় লেখক ও শিক্ষাবিদ আন্তোনিও  
এন্টোনিও টাবুচি মৃত্যুবরণ করেন।

## ইতিহাস

১৫৭০ - পোপ পঞ্চম পায়াম কর্তৃক ব্রিটেনের রানী  
প্রথম এলিজাবেথ ধর্মচ্যুত হন।  
১৫৮৬ - সম্রাট আকবরের সভাকবি বীরবল নিহত হন।  
১৬৩৪ - মেরিল্যান্ডে প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের  
আগমন ঘটে।  
১৮০৭ - ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দাসপ্রথা বিলোপ করে।  
১৮৪৩ - টেমস নদীর বিখ্যাত সুড়ঙ্গ খোলা হয়।  
১৮৬২ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু হয়।  
১৮৯৫ - ইতালীয় বাহিনী আভিসিনিয়া (ইথিওপিয়া)  
দখল করে নেয়।  
১৮৯৬ - আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম স্বর্ণপদক  
প্রদান করা হয়।  
১৮৯৮ - ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করায় স্বামী বিবেকানন্দ  
মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে দীক্ষান্তে নিবেদিতা  
নামকরণ করেন।  
১৯৫৭ - যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বিভাগ অশোভন বক্তব্যের  
অভিযোগ এনে অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতার কপি  
বাজেয়াপ্ত করে।  
১৯৬১ - ব্রিটিশদের কাছ থেকে কুয়েত স্বাধীনতা লাভ  
করে।  
১৯৭১ - পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা সহ সারা  
বাংলাদেশে বাঙালির উপর আক্রমণ শুরু করে এবং  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।  
১৯৭১ - শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব পাক  
হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হন।  
১৯৭২ - বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি  
দেয় জ্যামাইকা।  
২০০১ - মিশরের রাজধানী কায়রোতে ডি-৮-এর  
তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়।

## অভিনেতা ও অভিনেত্রী

অভিনয়/গান  
ফিল্ম-এ সরাসরি চান্স



DDM

FILM PRODUCTION HOUSE

(19 YEARS RUNNING)

HELPLINE:

9007012368

9007012369

- নতুন গানের ভিডিওর জন্য নাচ  
জানা নায়ক নায়িকা ভূমিকার  
অভিনয় এবং ব্যাকাব ডান্সার এর  
প্রয়োজন যোগাযোগ 7980203839





Urban transport ropeway (Representative image)

## বারাণসীতে রোপওয়ের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

**বলো কলকাতা, নিউজ ডেস্ক:-** উত্তরপ্রদেশে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের নতুন পালক, বারাণসীতে শুক্রবার রোপওয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য পেতে চলেছে নতুন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পরিষেবা। আজ রোপওয়ের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৭৮০ কোটি টাকা খরচ করে এই রোপওয়ে তৈরি করা হবে। এই প্রথম পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে রোপওয়ে পেতে চলেছে ভারত। বলিভিয়া এবং মেক্সিকো সিটির পর তৃতীয় কোনও দেশে এই রোপওয়ে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে কাশীর গোডালিয়া পর্যন্ত এই রোপওয়ে তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত পূণ্যার্থীরা এই রোপওয়েতে যাতায়াত করতে পারবেন। পূন্যার্থী বা পর্যটকরাই নন বারাণসীর সাধারণ মানুষও যাতায়াতের জন্য এই রোপওয়ে ব্যবহার করতে পারবেন।



## প্রেমিকার কালো ওড়নায় প্রেমিকের গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য!

**কল্যাণ দত্ত, পূর্ব বর্ধমান:-** বৃহস্পতিবার ২৩শে মার্চ বিকেলের পর থেকে নিখোঁজ থাকার পর, জানা গেছে প্রেমিকারই কালো ওড়না দিয়ে প্রেমিকের গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঝুলন্ত মৃতদেহ-উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয় এলাকায়। ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার, কালনা থানার অন্তর্গত কুলেদহ এলাকার একটি আম বাগানের মধ্যে। ঘটনাটি শুক্রবার সকালের বলেই সূত্র মারফত খবর। এরপরই মৃতের পরিবারের লোকেরা মৃতদেহ উদ্ধার করে, কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। মৃত ওই যুবকের নাম সঞ্জিত অধিকারী (২২), তার বাড়ি সাহাপুর মোল্লাবাড়ি এলাকায়। মৃত যুবকের বাবা শরৎ অধিকারী তিনি এদিন জানান, শ্বাসপুর দিঘিরপাড় এলাকার একটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তার ছেলের। বৃহস্পতিবার তার বড় ছেলে তাদের দুজনকে একসাথেও দেখে। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকেই সে ফোন ধরছিল না, ঐদিন সারা রাত্রি খোঁজাখুঁজি করার পরও তাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ি সকলে। অবশেষে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি বাগানের মধ্যে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় শুক্রবার সকালে। মেয়েটিরই কালো ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় তাদের সন্দেহ বাড়ছে, ওই মেয়েটি এবং তার বাড়ির লোকজন এই ঘটনার সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ তোলেন মৃত ওই যুবকের বাবা শরৎ অধিকারী। পুরো বিষয়টি নিয়ে কালনা থানায় অভিযোগ জানানোর কথাও বলেন মৃতের পরিবার পরিজন।

প্রথম পাতার পর-

বৃহস্পতিবার সুরাতের আদালত রাহুলকে সাজা দেওয়ার পর থেকেই রাহুলের সাংসদ পদ খোয়ানো নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন যে, এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার কথা বলে জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। ওই আইনের ৮(৩) ধারায় বলা আছে যে, কোনও সাংসদ বা বিধায়ক যদি কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে দু বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহলে তাঁর সদস্যপদ আইনসভা থেকে বাতিল হয়ে যাবে।



## নবীন-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকার, মমতা

**বলো কলকাতা, নিউজ ডেস্ক:-** সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি পুরীর জগন্নাথ মন্দির দর্শন করতে উড়িষ্যা গেলেন তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকার নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুমুল উত্তেজনা এবং উৎসাহের সৃষ্টি করেছে, কি নিয়ে আলোচনা হল আগামী ২০২৪ এর নির্বাচন নিয়ে, কোন সমঝোতার ব্যাপারে। কি বললেন দুই মুখ্যমন্ত্রী?

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী এবং অক্ষুন্ন থাকা উচিত বলেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এও জানান তৃণমূল নেত্রী সাথে এটি সৌজন্য সাক্ষাৎকার। রাজনৈতিক মহলের ধারণা ছিল এর মধ্যে অন্য কোন তাৎপর্য থাকতে পারে। এর আগেই সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদবের সাথে দেখা করেছেন তৃণমূল নেত্রী। অখিলেশ যাদব বলেন দেশের গণতন্ত্র কি ভাবে বাঁচানো যায় তা নিয়ে একজোট হব আমরা। ঐদিন কলকাতায় সমাজবাদী পার্টির বৈঠক উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব শহরে আসেন আর কর্মসূচির ফাঁকেই কালীঘাটের তৃণমূল নেত্রীর সাথে দেখা করেন তিনি।

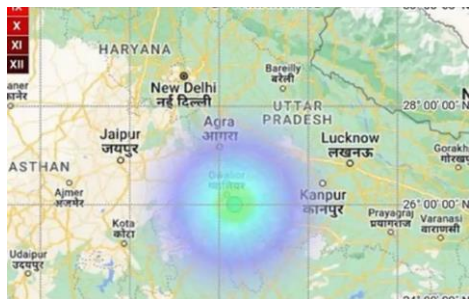


## সৌমিত্র খাঁ অতীত!

**বলো কলকাতা, নিউজ ডেস্ক:-** সৌমিত্র খাঁ এখন অতীত। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদে আইনি সিলমোহর পড়ে গিয়েছে। তারই মাঝে চর্চায় সুজাতা মণ্ডলের দ্বিতীয় বিয়ের গুঞ্জন। কানাঘুষো, বিয়ের দিনক্ষণও নাকি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কেমন চলছে প্রস্তুতি? বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্যেই বা কী ব্যবস্থা থাকছে? সুজাতা অবশ্য মাস কয়েক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনে নব বসন্ত এসেছে। এবার দ্বিতীয় বিয়ের যাবতীয় পরিকল্পনা খোলসা করলেন নিজেই। তবে সবটা নয়। কিছু বিষয় রাখলেন আড়ালেই।

বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের সঙ্গে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর গত ১৬ জানুয়ারি বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে তাঁর। বিচ্ছেদের সংশাপত্রও হাতে চলে এসেছে। এর পরেই শুরু হয়েছে বিয়ের পিঁড়িতে বসার তোরজোর। সম্ভবত বৈশাখ মাসেই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী। যদিও এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি মৌনই থাকেন।

সুজাতা শুধু বলেন, "এখনই তারিখ বলতে পারছি না। বাঙালিদের তো চৈত্র মাসে বিয়ে হয় না। কেনাকাটা করার জন্যেও শুভ নয়। তাই এই মাসে বিয়ের কোনও পরিকল্পনা নেই। বাড়ির সকলের মতামত রয়েছে, তাই শুভ মাসেই বিয়ে করব। সবটাই হবে নিয়ম মেনে।



শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ নাগাদ জোরাল কম্পন অনুভূত হল মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিওরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪। এনএসসি আরও জানিয়েছে যে শুক্রবার সকাল ৮ টা ৫২ নাগাদ মনিপুরের মাররাংয়েও অনুভূত হয়েছে কম্পন।



শুক্রবার বারাণসীতে ওয়ান ওয়ার্ল্ড টিবি সামিটে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি জানান, ২০২৫ এর মধ্যেই ভারত থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করা হবে। এদিন তিনি যক্ষ্মা মুক্ত পঞ্চায়েত নামে একটি কর্মসূচির সূচনা করেন

## আজকের আবহাওয়া

আকাশ সারাদিন রৌদ্রজ্বল থাকবে।

দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আশে পাশে থাকবে।

বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ৬৮ শতাংশ থাকবে।

## সময় সারণী

আজ: ১০ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজী: ২৫ মার্চ ২০২৩

সূর্য উদয়: সকাল ০৫:৩৮:৪৩ এবং অস্ত: বিকাল ০৫:৪৬:৩৬।

তিথি  
শুক্র পক্ষ: চতুর্থী (রিত্তা)  
রাত্রি: ০৬:৫৮ পর্যন্ত

## জোয়ার-ভাটা

কোলকাতায় জোয়ার শুরু সকাল ০৭:৫১ মি: টে। জলস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে দুপুর ১২:৪৭ মি: টে এরপর ভাটা শুরু। দ্বিতীয়বার জোয়ার শুরু রাত ০৮:০৯ মি: টে জলস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে রাত ১২:৫৯ মো: টে, এরপর ভাটা শুরু।



শুক্রবার সকলকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা জানালেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি এক টুইট বার্তায় লেখেন, রমজানের শুরুতে সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই পবিত্র মাস আমাদের সমাজে বৃহত্তর ঐক্য ও সম্প্রীতি বয়ে আনুক। এটি দরিদ্রদের সেবা করার গুরুত্বও পুনর্ব্যক্ত করতে পারে।



আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের, ফিট সার্টিফিকেটকে মান্যতা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য।



আদালত অবমাননার মামলায় সশরীরে হাজিরা দিয়ে আদালতের কাছে ক্ষমা চাইলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। তবে গতকাল রিপোর্ট পাওয়ায় খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি বলেই জানান তিনি। এরপরই আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত মামলা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মাথু।





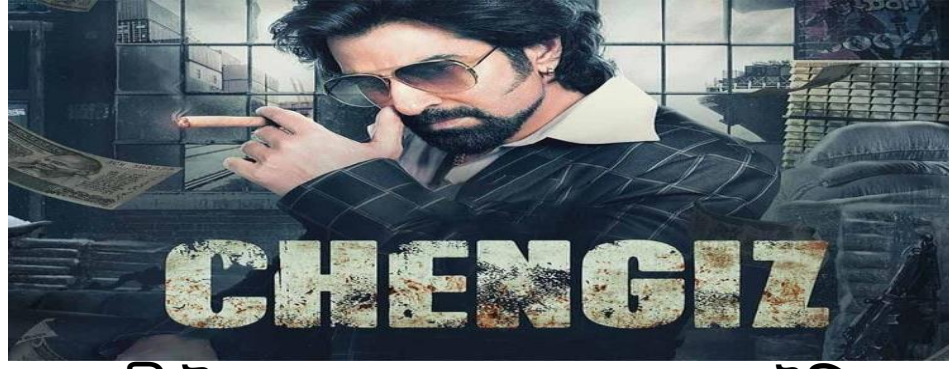
## সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক,  
সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা ও দিন পেরিয়ে কাল আমরা আমাদের ইপেপারের ঠিক একমাসে পা দিয়েছি। অনেক বাঁধা, অনেক লড়াই, প্রচুর পরিশ্রমে এই একমাসের গন্ডি ছুঁতে পারলাম। আপনাদের সহযোগিতা ও আমাদের বলো কলকাতা পরিবারের সদস্য / সদস্যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ এটা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভাবে আমরা আশা নয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রত্যেকে যে, এই দৈনিক ইপেপারকে এগিয়ে নিয়ে যাবো আরও উন্নত ভাবে দশ নয়, একশো নয় সীমাহীন পথে। আমাদের এই পথ চলার মাঝে অনেক নতুন সদস্য / সদস্য যুক্ত হয়েছেন, তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। কেউ কর্মজীবী, কেউ গৃহবধু, কেউ স্টুডেন্ট, কেউ সামাজিক কাষে বা নিজস্ব ব্যবসা ও পরিষেবা মূলক কাজে যুক্ত থেকেও তারা নিজেদের ব্যস্ত সময় থেকে সময় বার করে এগিয়ে এসেছেন আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াইয়ের ময়দানে। শুরু করেছিলাম চার পাতা দিয়ে, আর শনি ও রবিবার দুই পাতা বিশেষ ক্রোর পত্র নিয়ে। আজ তা ছয় পাতা ও বিশেষ ক্রোডপত্র দুই পাতা তো আছেই। মাঝে মাঝে তা আট থেকে দশ পাতায় পৌঁছে যাচ্ছে। বিশেষ করে গত ২১ শে মার্চ বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষে আমরা ২২ সে মার্চ চার পাতার বিশেষ কবিতা নিয়ে ক্রোরপত্র বের করি। তাও অনেকের লেখা শেষ অবধি নিতে পারিনি, যেগুলি আজ ও কাল প্রকাশ করবো আমাদের ক্রোর পত্রে। সকল লেখক, লেখিকাগণ কে অসংখ্য ধন্যবাদ, এই ভাবে আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য। অনেক বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য ব্যক্তির তাদের লেখা পাঠিয়েছেন এবং পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছেন তাদের প্রতি আমরা ধন্য। তাদের প্রশংসায় আমরা উৎসাহিত ও অভিভূত। তবে আত্মতৃপ্তির কোনো স্থান নেই, আমরা আরও আরও অনেক লেখা ও ভালো উপস্থাপনা রাখবো সে ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর আমাদের যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের জন্য আমাদের রইলো আন্তরিক অভিনন্দন। আপনারা এই ভাবে সাথে থাকুন, তবেই আগামী দিনের উজ্জ্বল স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেবে। আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আর শেষে বলি সামনের দিন গুলিতে আমাদের ডিজিটাল প্লাটফর্মের সাথে দৈনিক ইপেপারে অনেক চমক ও নতুনত্ব আসছে। দেখতে থাকুন, পড়তে থাকুন আর সবাইকে পড়তে বলুন বলো কলকাতার দৈনিক ইপেপার ও আমাদের সবকটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম। আজ এই পর্যন্তই নমস্কার।

সৌমিক সান্যাল  
সম্পাদক-বলো কলকাতা



বয়স যত বাড়ছে, আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসির বিখ্যাত বাঁ পা যেন ততই ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। এই তারকা একের পর এক নজির গড়ে চলেছেন। কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দেশের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে আরও একটি নজির গড়লেন মেসি। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে 'এলএমটেন'-এর ৮০০ গোল হয়ে গেল।



## আগামী ঈদে বস গড়তে চলেছে বাংলার ইতিহাস! বসের নজরে এবার কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ড!! তাহলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে না তো!!

সৌমিক সান্যাল, এডিটর ডেস্ক:- প্রতি বছরের মতোই বস প্রেমীদের জন্য এই বছর ২১ শে এপ্রিল ২০২৩ ঈদ উপলক্ষে মুক্তি পাচ্ছে জিতের নতুন ছবি চেন্সিজ। মাস খানেক আগেই নিজের সোশাল সাইটে ঘোষণা করলেন সে কথা জিৎ নিজেই। ছবিটি ঘিরে জিত প্রেমী তথা বস প্রেমীদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে তুঙ্গে। এই ছবিতে জিতের সঙ্গে কাজ জুটি বেধেছেন বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক নীরজ পাণ্ডে। কিন্তু নীরজ প্রযোজনা নয়, নীরজ ছবির লেখক এই ছবিতে। অ্যাকশন ও থ্রিলার মিশ্রণে ভরপুর এই ছবিটি প্রযোজনা করেছেন জিৎ নিজেই। রাজেশ গাঙ্গুলির পরিচালনায় এই ছবিটি বাংলার ছাড়াও মুক্তি পাবে হিন্দিতেও। এই প্রথম প্যান ইন্ডিয়ায় বাংলা ছবি জায়গা দখল করলো।

চেন্সিজ-এর মধ্যে দিয়ে কয়েক বছর পর দর্শক পেতে চলেছে নীরজ পাণ্ডেকে। যদিও এই ছবিতে পরিচালনা নয়, রাজেশ গাঙ্গুলির সঙ্গে যৌথ ভাবে লেখকের দায়িত্বে আছেন তিনি। এই ছবি নিয়ে জিতের সঙ্গে নীরজের দ্বিতীয়তম কাজ। গত ৯ বছর আগে মুক্তি পেয়েছিলো দ্য রয়াল বেঙ্গল টাইগার, এই ছবিতেই প্রথম জিতের সঙ্গে কাজ করেছিলেন বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক নীরজ পাণ্ডে। এই ছবিতে নীরজ গল্পকারের পাশাপাশি প্রযোজনার দায়িত্বও সামলেছিলেন। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রাজেশ গাঙ্গুলি। বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা না হলেও এই ছবিতে জিৎ ও আবার চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রশংসনীয়। আবার এতো বছর পর চেন্সিজ-এর মাধ্যমে দর্শকরা পেতে চলেছেন জিৎ, রাজেশ ও নীরজকে একসাথে।

এবার আসি নীরজ পাণ্ডের কথায়:- পরিচালক হিসেবে নীরজ পাণ্ডে প্রথম কাজ করেছেন ২০০৮ সালে এ ওএডেনস ডে, স্পেশাল ২৬, দ্য রয়াল বেঙ্গল টাইগার, টোটাল সিয়ান্স, বেবি, রুস্তম, এম এস ধোনি, দ্য আনটোল্ড স্টোরি, সত উছাক্কে, নাম শাবানা, টয়লেট এক প্রেম কথা, মিসিং ও আইয়ারি-এর সহ অসংখ্য ছবিতে। বড়পর্দার ছাড়াও ছোটপর্দায়ও কাজ করেছেন তিনি। জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে তিনি।

চেন্সিজ-এর মাধ্যমে প্রথমবার কোনও বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে হিন্দিতে। কয়েক বছর ধরেই আমরা দেখেছি জিতের ছবি সফলতা পায়নি ভালো ব্যবসার মুখ দেখেনি। টলিপাড়ার বস-এর শেষ ছবি রাবণও বক্স অফিসে ভালো জমাতে পারেনি। এবার নীরজ পাণ্ডের হাত ধরে চেন্সিজ-এর সাফল্য আসবে কি না সেটাই দেখার।

ছবি মুক্তির একমাস আগেই জিৎ নিজের সোশাল সাইটে ঘোষণা করেছিলেন চেন্সিজ-এর মুক্তি। ছবির পোস্টার শেয়ার করে জিৎ বলেন, হিন্দিতে চেন্সিজ-এর টিজার মুক্তির খবর। চেন্সিজ-এ জিতের সঙ্গে কাস্টিং-এ থাকছেন সুস্মিতা চ্যাটার্জী ও রণিত বসু রায়। রণিত ছবিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় আছেন। এই ছবিতে আছে আরও অনেক নতুনত্ব। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডের দাপট দেখা যাবে এই ছবিতে যা আমাদের অনেকেরই অজানা। কৌশিক গুড্ডু এই ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন এবং পাশাপাশি অনীক ধরও।



## গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রভাব গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু র জল স্তরের ওপর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলো কলকাতা :- কমতে পারে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধুর জলস্তর, এমনই দাবি রাষ্ট্রসংঘের। এর প্রধান কারণ, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়ের হিমবাহগুলির দ্রুত গলে যাওয়া। সমীক্ষা জানাচ্ছে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবী ১৫০ থেকে ২৫০ কোটি জনবহুল শহরের মানুষ খুবই কম পরিমাণে জল পাবেন। পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য হিমবাহ গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে এই হিমবাহ গুলো দ্রুত গলে যাচ্ছে। সমীক্ষা বলছে অ্যান্টার্কটিকায় প্রতি বছর প্রায় ১৫ বিলিয়ন টন বরফ গলছে। এশিয়ায় মহাদেশের ১০টি প্রধান নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন, হয়ে প্রায় ১৫০ কোটি মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করে চলেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী এই সংকটের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রবাহ ও জলস্তরের ওপর। এছাড়াও এই হারে হিমালয়ের হিমবাহ গুলি থেকে বরফ গলে যাওয়া অব্যাহত থাকলে, উভয় সংকটের মতন বন্যা আছরে পরতে পারে পাকিস্তান ও চীনের উপরে।



কেমন আছেন অমিতাভ বচ্চন? প্রজেক্ট কে-এর সেটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পাঁজরে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন বলিউডের মেগাস্টার। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি নিজেই নিজের স্বাস্থ্যের আপডেট জানালেন। ৮০ বছর বয়সি অভিনেতা জানিয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই আবার কাজ শুরু করেছেন।



সীমান্ত সমস্যায় ভারতের নৈতিক জয়। চিনা কূটনীতিবিদ মা জিয়া বলেন, 'সীমান্ত পরিস্থিতির জেরে দুই দেশকে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে কোনও দেশই যুদ্ধ বা সীমান্ত সংঘাত চায় না।'



## প্যানের আধার লিংক বাঞ্ছনীয়

পিয়ালী মজুমদার, কলকাতা:- ২০২২-২০২৩ অর্থ বর্ষ শেষ হয়ে নতুন আর্থিক বছরে পা দেবে দেশ। নতুন বর্ষ শুরু এপ্রিল থেকে। মার্চ মাস টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কিছু কাজ না করলে ভুগতে হবে সবাইকে। জেনে নিন কোন কাজগুলো। প্যান আধার লিঙ্ক, আয়কর বিভাগ সব কার্ড হোল্ডারদের প্যান আধার লিংক করতে বলেছেন। এই কাজ করার সময়সীমা ৩১ মার্চ। এর সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না। আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান লিংক না করলে ওটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এরপর আপনাকে জরিমানা দিতে হবে ১০,০০০ টাকা। নিষ্ক্রিয় প্যানের ক্ষেত্রে আপনি আই টি রিটার্ন ও ফাইল করতে পারবেন না। মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের ৩১ মার্চের মধ্যে মনোনয়নের কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে কর ছার পেতে ট্যাক্স সেভিং স্কিম বিনিয়োগ করার এটাই সেই সুযোগ। আপনি যদি পাবলিক প্রফিডেন্ট ফান্ড ও সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা ন্যূনতম পরিমাণ বিনিয়োগ না করে থাকেন তাহলে এই কাজটি ৩১ মার্চের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। এখনো পর্যন্ত সরকার এর সময়সীমা বাড়ানোর কোন ঘোষণা করেননি। সেজন্য প্যান আধার লিঙ্ক এর কাজ ৩১ মার্চের মধ্যেই সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়।



পরিণীতা' র পরিচালক প্রদীপ সরকার প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। 'পরিণীতা', 'লগা চুনারি মে দাগ', মর্দানি এর মতো হিট ছবির পরিচালক প্রদীপ সরকার।



# বেঙ্গল টুডে

কলকাতা ১০ চৈত্র ১৪২৯, শনিবার ২৫ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ



## মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে এসপি অফিসে বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া:-** নদীয়ার ভীমপুর এ অন্যায্যভাবে এক যুবককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে অভিযুক্তের ভাই পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের ভাইয়ের দাবি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে শাসক দলের হয়ে পুলিশ কাজ করছে, পুলিশি গ্রেপ্তারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য নদীয়ার ভীমপুর থানার আসাননগর এলাকায়। সূত্রের খবর দিন কয়েক আগে নদীয়ার ভীমপুর থানার ঘটনা এলাকায় রাতে টহলদারির সময় পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার, তরুন মন্ডল এবং তার এক বন্ধু সৌরভ মোটর বাইক করে বাইক শোরুমে কাজ করে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় পথে তাদের গাড়ি আটকে তরুন মন্ডল নামে যুবককে চোখ, মুখ বেধে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার দীর্ঘ সময় পর আর ও পি.তে নিয়ে যায়। তরুনের অপর বন্ধুর কাছ থেকে পুলিশ মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। এরপর সৌরভ ওই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বিষয়টি জানায়। পরিবারের লোক ঘটনা আর ও পি এবং ভীমপুর থানায় রাতেই জোগাজোগ করলে পুলিশের তরফে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। পরিবার ভীমপুর থানার কাছে জানতে চাইলে থানার পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয় জাল নোট কারবারের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে তরুন মন্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তরুনের পরিবারের আরো অভিযোগ তরুনকে পুলিশ অন্যায্যভাবে গ্রেপ্তার করেছে। এমনকি তাকে চোখ মুখ বেধে অন্ধকারে গভীর জংগলে বেশকিছুক্ষন ফেলে রেখে ব্যাপকভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। আজ মানবাধিকার সংগঠন APDR এর এক কর্মী এবং তরুনের পরিবার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে বিভোক্ষ দেখান। অভিযোগ পুলিশ সাজিয়ে গুচ্ছিয়ে ওই নির অপরাধ এলাকার বামপন্থী কৃষক সংরামী সমিতির সদস্য তাকে পুলিশ একটি সাদা খামে ২০ টি ৫০০ টাকার জাল নোট ভর্তি করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মামলা রুজু করে বলে অভিযোগ। যদিও পুর্কিশের পক্ষ থেকে কোন সদ উত্তর না দিলেও তাকে জাল নোটের কারবারের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। ওই যুবককে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে এই ঘটনার সঠিক তদন্ত এবং সুবিচারের আশায় পরিবার ও মানবাধিকার সংগঠন এর কর্মীরা।

## মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত-২

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান:-** শুক্রবার ২৪ শে মার্চ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বিজুর হাটতলা এলাকায় একটি বুলেট পিকআপ গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল দুই বৃদ্ধ। স্থানীয় সূত্রে খোঁজা জানা যায় যে মৃত দুই বৃদ্ধ বিজুর এলাকারই বাসিন্দা। মৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন নিমাই পাল বয়স প্রায় ৮২ বছর এবং অপরজন নীলমণি দে, বয়স প্রায় ৭২ বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায় প্রতিদিনই বিকেলে মেমারি দুর্নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিজুর হাটতলা বাজারে তারা বেড়াতে যান এবং এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করেন, প্রতিদিনের মতো এদিন তারা হাটতলা বাজারে গিয়েছিল, এবং আনুমানিক বিকাল সাড়ে চারটে পাঁচটা নাগাদ একটি বুলেট পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বসে থাকা ওই দুই বৃদ্ধকে ধাক্কা মারে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে ওই দুই বৃদ্ধ। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই আহত দুই বৃদ্ধকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে এবং সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মেমারি থানার সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। যাতক গাড়িটি ও তার চালককে আটক করেছে মেমারি থানার সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ি পুলিশ।



## মালদহে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃনমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্কির দাওয়াই খাওয়ানোর ইঁশিয়ারি!

**নারায়ণ সরকার, মালদা:-** 'তৃণমূল কংগ্রেস তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, গ্রামের মানুষকে যদি বোকা বানানোর চেষ্টা করো গ্রামের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তোমাদের বিচার করা হবে, তোমাদের সেখানেই শাস্তি দেওয়া হবে।' পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের বিরোধীদের ইঁশিয়ারি মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্কির। গত বুধবার মালদহের রতুয়ার কুতুবগঞ্জে যোগদান কর্মসূচির সভা থেকে কংগ্রেস এবং সিপিএমকে আক্রমণ করেন তিনি। রহিম বক্কি বলেন, করোনার সময় মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সবার জন্য খাওয়ার ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন তখন কিন্তু তিনি বলেননি যে সিপিএম পাবে না কংগ্রেস পাবে না বিজেপি পাবে না। এখন কংগ্রেস বন্ধু রাস্তায় চায়ের দোকানে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে গালিগালাজ করছে তোমাকেও খাবার দিয়েছিল মমতা ব্যানার্জি। নির্লজ্জের দল কিছু মানুষ যারা সাধারণ মানুষকে ঠকছে। তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেস হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে গ্রামের মানুষকে যদি বোকা বানানোর চেষ্টা করো গ্রামের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তোমাদের বিচার করা হবে। সেখানেই তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কংগ্রেস আবার জাত পাতের নামে মানুষকে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস সিপিএম যৌথভাবে জোট বেঁধে নিয়ে আবার বিজেপির মতো একটা সাম্প্রদায়িক দলে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। যে কংগ্রেস সিপিএম আপনাদের বাড়িতে যাবে তাদেরকে ধরুন আচ্ছা করে দাওয়াই খাওয়ান। যাতে আর কোনদিন গ্রামে ঢুকতে না পারে। এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে মানুষকে আর ঠকা যাবে না। আর এই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানৌউত্তর।



## তৃণমূল নেতার দাদাগিরি!

**সায়ন মোদক, নদীয়া:-** নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে স্ত্রী ও মেয়েদের ঘরের মধ্যে বন্দি করে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা এক তৃণমূল নেতার। ঘটনা নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের রাধাগোবিন্দ পাড়ায়। সূত্র মারফত জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলায় ঘরের মধ্যে স্ত্রী ও দুই মেয়ে ঘুমিয়ে ছিল, সেই সময় তার স্বামী ঘড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। শুধু আগুন ধরিয়ে শান্ত হয়নি। আগুন ধরিয়ে পিন্টু দেখতে পায় স্ত্রী ও তার দুই মেয়ে পালিয়ে যায়। স্ত্রী ও মেয়েকে পুড়িয়ে মারার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরায়। গ্রামবাসীরা লুকিয়ে রাখার জন্যই কোন রকমে বেঁচে যায় মা ও মেয়ে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের ছাপ। দাপটে তৃণমূল নেতার ভয়ে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। তারা ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। গ্রামবাসীরা জানান ক্যামেরার সামনে মুখ খুললে যে কোন মুহূর্তে তৃণমূল নেতা তাদের উপর আঘাত হানতে পারে। দাপটে নেতার দাদাগিরির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিরোধী দলের নেতারাও। তাদের বক্তব্য শাসক দলের মা মাথায় হাত থাকার জন্যই এইসব খুদে নেতাদের এত বার বাড়ন্ত। এখন দেখা যাক প্রশাসন কি করে। তবে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এই দাপটে নেতার ভয়ে স্থানীয় প্রশাসন নাকি আতঙ্কিত হয়ে থাকে।

## মালদহে জোট পরিচালিত পঞ্চায়েতে থমকে উন্নয়ন! একে অপরে কাদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত, ভুক্তভোগী বাসিন্দারা

**নারায়ণ সরকার, মালদা:-** পঞ্চায়েতে রাজনীতির পাঁচ পার! তৃণমূল বিজেপির টানাপোড়নের জেরে উন্নয়ন স্তব্ধ গোটা এলাকায়। প্রশ্ন করলেই একে অপরের মধ্যে কাদা ছুড়তেই ব্যস্ত প্রধান থেকে শুরু করে উপপ্রধান ও সঞ্চালকরা। জোট পরিচালিত মালদহের পুরাতন মালদা সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই অবস্থা। আর তার জেরে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসী। ঘুরে আবার সেই পঞ্চায়েত ভোট সামনে। এলাকায় নেই কোন পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, জলাধার গুলি বিগত কয়েক বছর ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এমনকি কলেজ পাইপও চুরি হয়ে গেছে, গ্রামের মহিলাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় ২০০, ৩০০ মিটার দূর থেকে জল আনতে হয়। নিকাশি ব্যবস্থা একেবারে বেহাল, এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম নেই, গ্রামের আবাস যোজনার ঘর কেউ পায়নি। সম্পূর্ণটাই নীল হয়ে আছে। বৃষ্টি হলে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকে আর সেই জমে থাকা জলে মশার লাভা জন্মায়, দুর্গন্ধ ছড়ায়। নোংরা আবর্জনা ভর্তি এলাকা এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই বাস করছেন সাহাপুর অঞ্চলের মানুষ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ সরকার থেকে প্রায় কোটি টাকা অঞ্চলে আসলেও সেই টাকার কাজ করা হয় না। প্রধান কে এলাকায় দেখতে পান না এমনকি এলাকার মানুষ প্রধানের মুখও চেনেন না। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, সাহাপুর অঞ্চল ২০১৮ সালের বিজেপির দখলে ছিল। তারপর ২০২১ সালে বিজেপির প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা করে তৃণমূলের প্রধানকে অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও সাহাপুর অঞ্চলটি বর্তমানে জোট পরিচালিত। উপপ্রধান সঞ্চালক বিজেপির। ২৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৫, বিজেপি ১৩, কংগ্রেস ৪, সিপিএম ১, বিজেপির প্রধানের আমলে এলাকায় যতটুকু কাজ হয়েছিল বর্তমানে তৃণমূলের প্রধানের জামানায় কাজ হচ্ছে না এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীদের। সাহাপুর অঞ্চলের তৃণমূলের প্রধান অনেক ঘোষা জানান, জোট সমর্থন নিয়ে আমি প্রধান হয়েছি। তবে এলাকার উন্নয়ন করতে দিচ্ছেন না বিজেপি। আজকে যে কোন অর্থ বাজেটে এমনকি টেন্ডার হওয়ার সময়ের ক্ষেত্রে বিজেপি সহ আরো জোট মেম্বাররা পঞ্চায়েতে আসেন না। বিজেপির উপপ্রধান সঞ্চালক ও জোট সঙ্গী সিপিএম কংগ্রেস এরা নিজেদের স্বার্থ তাকে চরিতার্থ করার জন্য এরা পঞ্চায়েতের ভালো কাজে থাকে না এবং আমি কোন কাজ করতে গেলে সেটা বাধা দিচ্ছে। এরা এলাকার মানুষের উন্নয়ন চাই না ফলে এলাকার মানুষও এদেরকে আর চাইছে না। যদিও প্রধানের এই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেছেন সাহাপুর অঞ্চলের বিজেপির উপপ্রধান মন্দিরা মন্ডল দাস। তিনি জানান, এলাকায় কোন কাজ করছেন না প্রধান পঞ্চায়েতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এসে পড়ে রয়েছে কিন্তু সে টাকায় কোন এলাকায় কাজ হচ্ছে না। ১৬.২.২৩ তারিখে পঞ্চায়েতে অর্থের মিটিং ডাকা হলেও প্রধান সেই মিটিংয়ে আসেননি। আমরা এই বিষয়ে জেলাশাসক ও এস ডি ও কে বিষয়টি জানিয়েছি। আমাদের দাবি যে টাকটি পঞ্চায়েতে এসেছে সেই টাকটার এলাকার উন্নয়নের জন্য আমরা কাজে লাগাবো।



## আগ্নেয় অস্ত্র দেখিয়ে মারধর করে টাকা লুট করার ঘটনায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গ্রেফতার!

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া:-** নদীয়ার ধানতলা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বহিরগাছির বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামে এক যুবককে মাথা ফাটিয়ে তার কাছ টাকা ছিনতাই এর ঘটনার অভিযোগে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে গ্রেফতার করে ধানতলা থানার পুলিশ। ধৃত ওই তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির নাম তারক ঘোষ। তিনি বহিরগাছি অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি বলে জানা গেছে। শুক্রবার ধৃতকে রানাঘাট আদালতে পেশ করে ধানতলা পুলিশ। সূত্রের খবর, গত মঙ্গলবার ধানতলা থানার বহিরগাছি এলাকায় বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামে এক যুবককে মারধর করার অভিযোগ ওঠে বহিরগাছি পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তারক ঘোষের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বুধবার ধানতলা থানায় ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানায় আক্রান্ত বিশ্বজিৎ এর পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করে শুক্রবার রানাঘাট থেকে অভিযুক্ত তারক ঘোষ কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত তারক ঘোষ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাসানো হয়েছে। যদিও এবিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। শুক্রবার রানাঘাট আদালতের বিচারক ১৩ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন আর তার আগে রাজ্যের শাসক দলে একের পর এক অস্থিতিতে উচ্চ নেতৃত্ব।



## বিএসএনএল কন্ট্রাক্ট লেবার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান:-** আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত বিএসএনএল কন্ট্রাক্ট লেবার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শুক্রবার বর্ধমানের বিএসএনএলের দপ্তরে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন কর্মীরা। বিএসএফ কন্ট্রাক্ট লেবার ইউনিয়নের সদস্য কৃষ্ণেন্দু মিত্র বলেন, "শুক্রবার বিএসএনএল কন্ট্রাক্ট লেবার ইউনিয়নের আসানসোল ডিভিশন এর পক্ষ থেকে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করছি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করছি কিন্তু আমাদের দপ্তর একটি আইন নিয়ে এসে আমাদের ছাটাই করে দিতে চাইছে। আমাদের মূল দাবি হলো, যে আইন আনা হয়েছে সেই আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং আমাদের যে বকেয়া বেতন আছে সেগুলি সব প্রদান করতে হবে। আমরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছি যতদিন না পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে নিচ্ছে ততদিন বিক্ষোভ চলবে এবং পরবর্তীকালে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো"।



শিবতারা মন্দিরের নিত্যপূজার সদস্যপদ  
নিষ্পে মনস্কামনা পূরণ

মন্দিরের সেবায়েত

জ্যোতিষী শ্রী অভিশ্বেক



বশীকরণ, শত্রুদমন, ব্যবসা, গ্রহদোষ, ব্যক্তিগত  
সমস্যার ধারন ছাড়াই সাফল্য


দমদম এয়ারপোর্ট, হাজরা ও অনলাইন


9836038552, 9831707570

Follow us on YouTube & Facebook : Sree Avishek



দ্বিতীয় পর্ব-	<b>স্পষ্ট এস্তা (নবনীতা)</b>
সেদিন দুপুরে ঠিক কি ঘটেছিল তা এখনও প্রশ্ন আসে মনে। কলেজে পড়ার সময় সম বয়েসের ছেলে, মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব হয় যারা কেউ কেউ আসে বিভিন্ন দেশে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে।	
সেন্ট জেভিয়াস কলেজে পড়ার সময় সঞ্জয় বলে আমারই কলেজের ক্লাস মেটের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিলো।ও এসেছিলো ডুয়ার্স থেকে অনেক দূরে বাড়ি তাই কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়তো অন্য প্রবাসী বন্ধুদের মতো।	
অনেক বার সঞ্জয় আমাদের বাড়িতে এসেছে আমার সাথে। সঞ্জয় মাকে বলেছে সুমন কে কাকিমা আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো। আমার ভালো নাম সুমন। কত গল্প করেছে ওদের বাড়ি, জায়গায়, কত সুন্দর ছিমছাম পরিবেশ। সামনে দার্জিলিং, সিকিম,ভুটান ,শিলিগুড়ি। পুরো নর্থ বেঙ্গল ঘুরাবো।	
মা একবার ও বললো না আমার বাবা এক সময়ে ডুয়ার্সে পোস্টিং ছিলো মা আমাকে নিয়ে সেখানে গেছিলো।মায়ের মুখে স্নান হাসি শুধু আসতে করে বললো হ্যাঁ যাবে।আমার মায়ের মুখ দেখে কেমন মনে হলো কি যেনো কি ভয় নিমেষে কাছে এসে গেছে।	
আমার যাওয়ার ইচ্ছে ডানা মেলে উড়ছিল নিমেষে মন কে বোঝাই। একদিন আমি সেই বাংলাতে যাবো। সেই জায়গা যেখানে বয়েস পাঁচ তখন গেছি। বাবার সাথে দেখা করতে মা এর সাথে।বাবা তখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ছিলেন।	
দেখতে দেখতে কলেজের গণ্ডি পেরলো।বাবার কাছে দিল্লিতে চলে আসি মা কে নিয়ে। বাবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরিটা ছেড়ে দি য়েছিলো সেই তখনই দিদি বলতো তোকে সুস্থ করার জন্যে বাবা চাকরি ছাড়ে। সত্যই কি এই কারন?	
আমরা থাকি দিল্লিতে বাসন্ত বিহার। এখন আমরা দিল্লীর বাসিন্দা।	
আমার বড় দিদির ও এত দিনে বিয়ে হয়ে গেছে, আছে এখন সে মালদায়।জামাই বাবু রেল চাকুরী। রেল কোয়ার্টারে দিদি ছয় মাস হলো আছে। বিয়েই হলো গত বছর। এবার দিদি বাড়িতে যাবো মাকে বললাম।পুরোনো ডায়েরি খুলে অনেকের ফোন নম্বর চোখে পড়লো আছে সঞ্জয়ের বাড়ির ফোন নম্বর।	
সাথে সাথে সঞ্জয় কে ফোন করলাম। সঞ্জয় ফোন ওঠালো,	
অনেক দিন পর কণ্ঠস্বর শুনে মনে আলাদা খুশি। বললাম বন্ধু আমি দিদির বাড়ি মালদা থেকে তাদের বাড়ি আসবো।	
মনের উদ্দেশ্য অন্য ছিলো যাবো দিদির বাড়ি তারপর সঞ্জয়দের বাড়ি আলিপুরদুয়ার সেখানে ঘটে যাওয়া ঘটনার সামনে পৌঁছানো।	
ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে নিলাম দুই মাস আগেই দিল্লী থেকে আলিপুরদুয়ার ,বাড়িতে এসে পড়ার টেবিলের সামনে টিকিট রাখা।শুধু যাওয়ার টিকিট কাটা ছিলো আসার টিকিট না। প্রত্যেক দিন প্রহর গুণতাম কবে ট্রেনে বসব আর যাবো সঞ্জয়ের জায়গায়।সেই যে জায়গা পাহাড়, নদী, ঘন বনে এমন কেউ থাকে,	
যারা মানুষ মরে যাওয়ার পর ওরা কি করে?	
ঘন জঙ্গল মোরা পাহাড় একদিকে পাহাড়ি নদীর কূল কূল করে বয়ে যাওয়ার শব্দ আর আছে তারা।	
ক্রমশ...	

চতুর্থ পর্ব-	<b>ভক্তের চোখে তীর্থ দর্শন-ঔমকারেশ্বর</b>
	
<b>কলমে অলিভিয়া দাশগুপ্ত</b>	
একটা জিনিস এখানে খুবই ভালো লাগে এদের আন্তরিকতা।এত নিষ্ঠা ভরে পূজা করেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।এখানে পুজো দেওয়ার একটা রীতি আছে যে, পুজো যদি সিদ্ধ হয় তাহলে যে বেলপাতায় পুজো দেওয়া হয় তা ছিটকে ভক্তের কাছে চলে আসে।এত ভক্তি তো আর আমাদের নেই আমরা যোগীও নই।তাই পুজো দিতে দিতে সেই কথাই চিন্তা করছিলাম।আবাক কান্ড যে বেলপাতাটি আমি লিঙ্গের গায়ে দিয়েছিলাম,সেটি আশীর্বাদ স্বরূপ আমার হাতেই দিয়ে দেন গোবিন্দজি।খুবই কাকতালীয় ব্যাপার কিন্তু আমি যেটি সমর্পন করেছি এত বেলপাতার মধ্যে সেটি আমার হাতে আসতে আমি বেজায় খুশি।পুজো সমাপ্তে ফিরে এলাম আশ্রমে।সেখানে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা ছিল।আমরা খেলাম'বাটি' নামে এক প্রকার মধ্যপ্রদেশীয় পদ।এবার ফেরার পর্ব।সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গায়েত্রী মা, সিদ্ধনাথ কে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আর একবার চড়াই উৎরাই করে নেমে এলাম।তাড়াতাড়ি পা চালালাম আশ্রমের দিকে কারণ বিকেলে নর্মদা জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে।	
সন্ধে বেলায় বেরিয়ে পড়লাম যে.পি চকের উদ্দেশ্যে।ওখানে মা নর্মদাযুব সংঘঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।আর একটা কোটিতীর্থের ঘাটে আয়োজন করা হয়েছে।দু জায়গাতেই নিমন্ত্রণ।আমরা যে.পি চকের অনুষ্ঠানে গেলাম।লোকে লোকারণ্য।ঘটে পা ফেলা যাচ্ছে না।স্টেজ ভর্তি লোক।বেশিরভাগই বিভিন্ন দলের নেতা,মন্ত্রী,সরকারি আধিকারিক তাদের পরিবার।আমরাও গিয়ে অংশ গ্রহণ করলাম।বিভিন্ন টি.ভি চ্যানেলের ক্যামেরা তাকে করে রয়েছে।পাঠ হয়ে চলেছে নিরবিচ্ছিন্ন।তার সাথে পুজোও চলছে।গণ্য মান্য ব্যক্তির পুজো করছেন।মঞ্চে মা নর্মদার সাজে সজ্জিত হয়ে একটি মেয়ে বসে আছে।শুরু হলো বাজির উৎসব।দেখবার মতো জিনিস বটে।নানা লোকের মিলন ক্ষেত্র বোধ হয় একেই বলে।ঐশ্বরিক ভাবধারায় কতটা আপ্লুত হতে পারলাম জানি না কিন্তু এক জাতি,এক প্রাণ এই ভাবধারায় নিশ্চিত রূপে ভেসে গেলাম।যার সাথেই পরিচয় হচ্ছে সকলেরই এক কথা বেঙ্গল সে আয়া?মমতা দিদি হয় না উদার?কি বলবো?হাসিও পাচ্ছে।গোটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ আমাদের মাননীয়া মমতা দিদি।বেচারারা আর কাউকে চেনে না।ও দিকে দেখলাম অনেকে হৈ হৈ করে করে নদীতে প্রদীপ ভাসাচ্ছে।কেউ কেউ আবার আলো আঁধারির খেলার মধ্যে নৌকা বিহারে চলেছে।ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।স্বামী,ছেলে কেউ রাজী হলো না।অগত্যা কি আর করি জলে প্রদীপই ভাসাই।যতবার নদীতে প্রদীপ ভাসিয়েছি কিছু না কিছু খারাপই হয়েছে।তাই এবারও মনটা কু ডাকলো।এক ভদ্রলোক সবাইকে প্রদীপ দিচ্ছেন ঘাটের সিঁড়ির ওপর বসে।আমি ওনার কাছ থেকে তিনটি প্রদীপ নিয়ে ভাসলাম।দাম দিতে চাওয়ায় এক হাত জিভ বার করে বললেন।'নেহি দিদি হামলোগ বেওসায়ি হয়্য।ইয়ে লিজিয়ে হামারা গিফট।অর ইয়ে রুপিয়া কিসি ভিখারিকো দে দিজিয়ে 'মনটা খুঁত খুঁত করছিলো পুণ্যের হিসাব নিয়ে।কয়েকটা সিঁড়ি উপরে আসার পর দেখি একটা ৮,৯ বছরের মেয়ে হাত এগিয়ে দিয়েছে আমার দিকে।হাতের মুঠোয় ৫০ টাকা ছিল দিয়ে দিলাম।মনের সব খুঁতখুঁতানি এক মুহূর্তে উড়ে গেলো।ভালো ঘিয়ের হালুয়া তখনও হাতে ধরা।কনুই গড়িয়ে ঘি পড়ছে।সিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে লোকারণ্য চকে একটা দোকানে বসলাম চা খেতে।চারদিকে হওয়া বইছে।একটা নিশ্চিন্ত ভাব।বোধ হয় এই ভাবটা উপভোগ করবো বলে ছুটে ছুটে ধর্মীয় স্থানে যাই।চকের ওপর বহু দেহাতি লোক জায়গা করে শোয়ার তোড়জোড় করছে।কেউ কেউ রান্না করছে।কতজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আলাপচারিতায় মগ্ন।চোখের ওপর স্থানীয় ছেলেরা স্টেজ তৈরী করেছে।সোখানে লাগাতার শিবের ভজন চলছে।উঠে পড়লাম।নর্মদার ধার দিয়ে উপরে,নীচে সিঁড়ি উপকে মামেলেশ্বর মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছলাম।মন্দিরে প্রবেশ করলাম।খুব ভিড়।করোনার আবহে দূর থেকেই শিবলিঙ্গ দর্শন করলাম।রাট ১০ বেজে গেলো।একটু ভয় ভয় লাগছে।কিন্তু রাস্তার ধারে ধারে লোকজন দেখে স্বস্তি পেলাম।কৌস্তভ সেই একই কথা বলে চলেছে কাল ওমকারেশ্বর মাক্ণাতা পর্বত পরিক্রমা করবো।পায়ের অবস্থা চিন্তা করে সটান না বলে দিলাম।	
ভোরবেলায় আমরা পৌঁছে গেলাম মন্দিরে।নর্মদার পূর্বদিক দিয়ে সূর্য উঠছে।আমরা ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটছি কৌস্তভ আর ছেলে ধুতি পরে হেঁটে যাচ্ছে সামনে।অনেক পান্ডাই ওদের দেখছে।যে কোনো মন্দিরের মতো এখানেও পান্ডাদের দৌরাড্ব্য।এদের কিছু না বলেই ছেড়ে দিলো।বোধ হয় ভেবেছে এরাও নতুন পান্ডা।যাই হোক ফুল প্রসাদ কিনে ওমকারেশ্বর দর্শন করে ওপরে চলে গেলাম।রাম পারসই জি কে আগেই বলা ছিল।গিয়ে মহাকালেশ্বর শিবের রুদ্রাভিষেক করে পুজো দিলাম।ওনাকে বলে এলাম দুপুরে ওখানেই প্রসাদ নেব।আগের বার আমরা পৌঁছনো মাত্রই মন্দিরে ঠাকুরের ভোগ প্রসাদ একটা বড়ো থালায় সাজিয়ে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।আশ্রমে ফেরার পর মনে হলো মহেশ্বর যাবো না?অহল্যাবাঈয়ের প্রাসাদ দর্শন করাবো না ছেলেকে?কৌস্তভ অবশ্য বললো শাড়ির লোভেই যাচ্ছি।কথাটা অবশ্য খুব মিথ্যেও বলেনি।একটা অটো পাওয়া গেলো।বেশ বড়ো অটো।এই অটোয় এই অটোয় চেপে রওয়ানা হলাম।যেতে যেতে রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়ছি।কিন্তু একটা জিনিস মানতেই হবে মধ্যপ্রদেশ বলতে রক্ষ ভাবটা মনের ওপর ভেসে ওঠে সেটা কিন্তু একেবারেই নেই।রাস্তার দু দিকের বিস্তৃত জমি সবুজে সবুজ।কারণ জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারলাম বাঁধের জল নালার মাধ্যমে জমিতে দেওয়া হচ্ছে।চারিদিক তাই শস্যপূর্ণ।চোখের বেশ আরাম হচ্ছে।আমি ভেবেছিলাম প্রাসাদ দেখে ছেলে খুব খুশি হবে কিন্তু উল্টোটাই দেখলাম।হবার অবশ্য কারণ আছে।কভিডের জন্য অনেক	
জায়গায় ঢুকতে দেওয়া হলো না।ফিরবার পথে আমাদের ড্রাইভার গব্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম গল্প করার তাগিদে নর্মদা তীর্থে তো অনেক সন্ত থাকে,তাদের সম্পর্কে যদি কিছু বলে।কথা শেষ হতে না হতেই বললো এখানে সন্ত সিয়্যারাম বাবা রয়েছেন।বয়স ১০০ র ওপরে।যোগী পুরুষ।তবে আজ যেতে পারবেন না।কাল চলুন।নানা গল্পের মধ্যে খুবকম সময়েই পৌঁছে গেলাম আশ্রম।টুকে যাবো গোপালজির ফোন উনি আসছেন।গোস্বামীর দোকানে বসলাম।ওটাই চায়ের ঠেক আপাতত।ওনার সাথে আরো দুজন এলো।একটি ছেলেকে আগেই দেখেছি ওনাদের আশ্রমে।বিভিন্ন কাজ করছিলো।আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিরিং পাস করে এসেছে।দেখে কে বলবে?ধুতি পরে দাঁড়িয়ে শান্ত সমাহিত দৃষ্টি।ভক্ত তো এদের বলে।আমার একটা বাণলিঙ্গ কেনার ইচ্ছে ছিল,সেটি পূরণ হলো।আড্ডা মেরে রাতের খাবার খেয়ে ফিরলাম।	
ক্রমশ...	

<b>সৃষ্টিতে কেন মৃত মানুষের ঘ্রাণ</b> <b>**মিলি দাস**</b> আমার হৃদয়ে একটা বসন্তের রাত আছে আর আমি ছুটে চলেছি অনন্ত আঁধারের পথে।  ভোরের কল্লোলে মৃতদের গোঙানির শব্দ সেই শব্দের মাঝে কবিতা লিখছি দেখছি মানুষ জন্ম, ক্লান্ত নাবিকের কথা বলছি এক গভীর শূন্যতার মধ্যে আরাম কদরায় ঘুমিয়ে আছি।  জেগে উঠে দেখি ইঁদুর দৌড়ে আমিও হেঁটেছি কিছুটা পথ, উৎসারিত বিষয় বুকের ভেতর রক্তক্লান্ত উল্লাস শিরায় পাঁজরে।  আমার দু চোখে ধানকাটা মাঠের স্বপ্ন হাতের মুঠোয় ধরেছি লাঙল ফলা পটভূমি জুড়ে পাকা ফসলের ছবি ইতিহাসে দেখি খিদের চিত্র জ্বালা।  জলের রঙে খুঁজছি আলোর রেখা আলোর ভেতরে অন্ধকারের অসুখ। টেকির উপর আলতা পায়ের চিহ্ন আবছা আলোয় নীরবতা মাখা মুখ।  স্তব্ধ কেন বসন্ত রাত কোথায়? অভিধানে আছে স্বচ্ছ রোদের প্রাণ? শিশির দিয়ে শেষ অক্ষর লিখেছি সৃষ্টিতে কেন মৃত মানুষের ঘ্রাণ?	 <b>ইমিউনিটি বৃদ্ধি সহ একাধিক কাজে সিদ্ধহস্ত "দই"</b>  "বলো কলকাতা, নিউজ ডেস্ক:- আমাদের অস্ত্র রয়েছে কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া।এই ব্যাকটেরিয়া খাবার হজম থেকে শুরু করে ইমিউনিটি বৃদ্ধি সহ একাধিক কাজে সিদ্ধহস্ত।তাই এই ব্যাকটেরিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে শরীরে থাকা দরকার।দেখা গিয়েছে যে, দইতেও রয়েছে এই উপকারী ব্যাকটেরিয়া বা প্রোবায়োটিক।তাই দই খেলে অস্ত্রের স্বাস্থ্য ফেরে।এই উপায়েই দই সরাসরি ইমিউনিটি বৃদ্ধি করতে পারে।তাই দেরি না করে রোজ এক বাটি দই খাওয়া শুরু করে দিনাকোভিড, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অ্যাডিনোর মতো ভাইরাস অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস তৈরি করতে পারে।অর্থাৎ ফুসফুসের উপর আঘাত হানতে পারে এই ভাইরাসগুলি।সেই কারণেই সংক্রমণ মাঝেমধ্যে প্রাণঘাতী রূপ নেয়।তবে ভয় পেয়ে লাভ নেই।বরং পাত্রে রাখুন দই।ছোটদের ও বড়দের মধ্যে রেসপিরেটরি ইলনেস দূর করে দিতে পারে এই দুগ্ধজাত খাদ্য।আর এই তথ্য গবেষণায় প্রমাণিত।শুধু ভিটামিনের মাধ্যমে ইমিউনিটি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।প্রয়োজন কিছু উপকারী খনিজের।আর দইতে রয়েছে কার্যকরী খনিজের ভাণ্ডার।এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, রাইবোফ্ল্যাভিন, ম্যাগনেশিয়াম।এই সকল উপাদানগুলি ইমিউনিটি বৃদ্ধি করতে পারে।সেলেনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম কোষের ক্ষতি রুখতে সাহায্য করে।তাই সংক্রমণজনিত অসুখ থেকে দূরে থাকতে চাইলে খেতে হবে দই।বাজারে নানা ধরনের দই কিনতে পাওয়া যায়।তবে সেই সকল দই খেয়ে শরীরের ১২টা বাজাবেন না।বিশেষত, মিষ্টি দই খেলে সমস্যা বৃদ্ধি পায়।তাই মিষ্টি দই মুখে তোলা উচিত নয়।বরং বাড়িতে ফ্যাটলেস দুধের দই তৈরি করুন।ঘরে দই বানানো কোনও হাতিখোড়া বিষয় নয়।বরং সহজ উপায়েই দই তৈরি করা সম্ভব।আর বাড়িতে তৈরি করা দইতে মিষ্টি বা নুন মেশাবেন না।এতে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়।  দিনের যে কোনও সময় দই খাওয়া যায়।তবে সকালের দিকে টক দই খাওয়া উপকারী।এর মাধ্যমে সারাদিন সুস্থ থাকার রসদ মেলে।চেষ্টা করুন পেট ভরে খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে দই খেতে।আর হ্যাঁ, রাতের অনায়াসে দই খাওয়া যায়।তাই এই বিষয়ে কোনও ভুল ভাবনা মনে পুষে রাখবেন না।
---	--





# শনিবারের সাতকাহন


২ কলকাতা ১০ চৈত্র ১৪২৯, শনিবার ২৫ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

দ্বিতীয় পর্ব-	বাংলার লোকনৃত্য	কলমে - শম্পা সরকার
বাংলার লোক নৃত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বাঙালির আচার ভআচরণ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ভিত্তিতে বাঙালিদের জনপ্রিয় নৃত্য - গাজন, বাউল, রায়বেশে, ঢালি প্রভৃতি। আবার বাঙলাতেই বসবাসকারী অথচ বাঙালী নয় যেমন- প্রান্তিক ও পার্বত্য অধিবাসীদের প্রথাগত লোকনৃত্য। লেপচাদের ধান নাচ , শেরপাদের বিয়াছম নৃত্য, তিব্বতিদের সিঙ্গাছম, মেপাছম নৃত্য, নেপালিদের ডামফু, মারুনি, মাদল, খঞ্জনি নৃত্য, সাঁওতালদের মোহ রায় , শলাই পরবের নৃত্য। গুঁরাওদের কারাম জ্যাঠাখারিয়া নৃত্য। [বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য - মণি বর্ধন] ব্যবহারিক দিক থেকে বাংলার লোকনৃত্যকে ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়। আঞ্চলিক নৃত্য, মুখোশ নৃত্য, রণনৃত্য, কাহিনী নৃত্য, ঋতু নৃত্য , আচার নৃত্য, আনুষ্ঠানিক নৃত্য। বাউল - বাংলার লোক নৃত্যের একটি অপরিহার্য ধারা বাউল নৃত্য। কেবল মাত্র একতারা বা দোতারা নিয়ে একক বা সমবেত ভাবে এই নৃত্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন চলনে এগিয়ে চলাই এই নৃত্যের প্রধান বিশেষত্ব।এই নৃত্য কোনো বিশেষ রীতিতে আবদ্ধ নয়। কাঠি নাচ - ছেলেরা শাড়িকে ঘাগড়ার মতো করে পরে ও সাথে ব্লাউজ পরে নিয়ে হাতে দুটো লাল কাঠি নিয়ে এই নৃত্য পরিবেশন করে। বিশেষত আশ্বিন মাসেই এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এটি গরবেতা অঞ্চলের নৃত্য।গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে হাতের কাঠিতে আঘাত করে করে মন্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে এই নৃত্য করা হয়। লেটো - মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া আর বীরভূমে এই নৃত্যের প্রচলন আছে। এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হলো যুবকেরা যুবতী বেশে নৃত্য পরিবেশন করে। লেটো নৃত্য লেটো গানের সাথেই পরিবেশিত হয়। এর আঞ্চলিক নাম - ডেলচেং। ঝুমুর - ঝুমুর নাচ মূলত দেখা যায় মানভূমি, রার অঞ্চল এবং বাংলাদেশের সীমান্তে। গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে মাদল এবং বাঁশির সঙ্গী এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। মূলত প্রেম বিষয়ক গানের সাথে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। ছৌ - পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় নৃত্য হলো ছৌ নৃত্য। এই নৃত্য নারী বর্জিত। ঢাক ঢোল বাদ্যের সঙ্গে খুব বলিষ্ঠ অঙ্গভঙ্গি প্রয়োগ করে নৃত্য করাই এই নৃত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। ছৌ নৃত্যের অঙ্গসজ্জার অন্যতম আকর্ষণ হলো মুখোশ। কারুকার্য করা নিজেদের হাতে তৈরি বিশালাকার মুখোশই এই নৃত্যের আবশ্যিক উপকরণ..		
ক্রমশ...		

আমি আর থাকবো না মা মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়
আমি আর থাকব না মা। আমি আর ফিরবো না মা। এখানে বড়ো কষ্ট। পুরস্কার শুধু অপমান আর লাঞ্ছনা জানিনা কোন দোষে। চলো না মা আমরা অনেক দূরে চলে যাই হাত ধরাধরি করে। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর কোনো একটা জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ি যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। খুঁজে পাবেনা। ঘন সবুজ অরণ্য আর টুকটুকে লাল শিমুল পলাশ হবে আমাদের বন্ধু। দূর থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে মাদলের শব্দ আর মাথার ওপর খসে পড়বে শুকনো পাতা। জীবন বড়ো কঠিন খেলা খেলে আমার সাথে। ছোটো ঝুপড়িতে শীতের কামড়ে, গ্রীষ্মের দাবদাহে ,বর্ষা র বর্ষণে কোনো কষ্ট হবেনা।প্রকৃতি কিন্তু মানুষের মত মুখোশ ধারী নয়। তোমার বৃকে মাথা রেখে রূপকথা শুনবো। আবার সেই ছোট্টটি হয়ে যাবো। সন্ধ্যে বেলা তুমি পিদিম দেবে তোমার নারায়ণ কে। আমার শাপ ভ্রস্টা ভগবতী তুমি সবার প্রয়োজন,পারনি হতে প্রিয়জন। চলনা মা আমরা লুকিয়ে পড়ি এই স্বার্থপর ,নির্দয় পরশ্রীকাতর পৃথিবীর কোন একটা কোণে। যেখানে শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে পা ভিজে যাবে। অনেক রঙিন ফুল আর প্রজাপতি আর জীবন্ত ঈশ্বর। অপেক্ষারত আমরাও তার অনন্ত প্রেম পাব,আর পাবো শান্তি আর পরম নিশ্চিন্ততা কারণ তিনি সেবা দিতে এসেছেন নিতে

	ইস্টার্ন বনাম ওয়েস্টার্ন শাল্লমী ঘোষ গোস্বামী	
--	---	---

গয়না সব মেয়েরই খুব শখের জিনিস।কোথাও বেরোতে হলে জামার সঙ্গে মানানসই গয়না না পড়ে কেউ বেরোয় না।এই গয়নার প্রচুর প্রকারভেদ আছে।কিছু প্রকারভেদ গয়না কি দিয়ে তৈরি তার ওপর নির্ভর করে আবার কিছু কোন জামার সাথে পড়া হবে তার ওপর।তেমনি দুটি গয়না নিয়ে আজ কথা বলবো।ছবিতে গলার হারটিকে চোকার বলে।এটি মূলত এথনিক পোশাকের সাথে যায় কিন্তু বর্তমান সাজগোজের নিরিখে এই হার টিকে ওয়েস্টার্ন কোন পোশাকের সাথেও পড়া যাবো।তেমনি কানের দুল,এটি মূলত ওয়েস্টার্ন হলেও কিছু শাড়ির সাথে পড়া যাবো।তাই দেখা যাচ্ছে ফ্যাশন সম্পূর্ণ নিজের ওপর।  
চোকারটির মেটেরিয়াল ব্ল্যাক পলিশ।এটাকে যত্নে রাখলে সারাজীবন পরা যাবে।রং ওঠার কোনো সম্ভাবনা থাকেনা।তেমনই কানের দুলটি ফাইবার এর তৈরি আর ওপরে ভেলভেট লাগানো। এই রকম আরো অনেক গয়নার খবর পাওয়া যাবে এখানে।

	ভ্রমণে পালোলেম (Palolem) কলমে - প্রিয়াঙ্কা সান্যাল
ঘড়িতে ঠিক সকাল ৭ টা নর্থ গোয়ার কালাঙ্গুট বীচের হোটেল চেক আউট করে আমার গাড়ি ছুটে চললো সাউথ গোয়ার টানে। আবার গন্তব্য যদি পালোলেম হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই, প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যখন পৌঁছলাম পালোলেমে পা রাখতেই মনটা গুন গুন করে উঠলো - সাগর কিনারে, দিল ইয়ে পুকারে। ব্যস গিয়েই বীচে পশ্চিমের সূর্যাস্তের মোহে একটা বীচ হাট বুক করে নিলাম। এই বীচের শোভায় আমি মুগ্ধ বীচের একপাশে সাড়ি সাড়ি বাহারি নারকেল গাছ, নীল সমুদ্রের জল, কাঁচের মতো স্বচ্ছজল, পরিষ্কার জল, ছোট বড়ও অসংখ্য হাট, কটেজ, ঈগলের ভিড় যা আপনার মন জয় করতে বাধ্য। আমার রুমের দরজা খুললেই নীল জলের হাতছানিতে আমি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলাম। কারণ একথা না বললেই নয় আমি প্রকৃতিপ্রেমী। বিকেলে বারান্দার দোলনায় শুয়ে শুয়ে সূর্যাস্ত দেখা তাও আবার এই বীচের, তার মজাই আলাদা। এই বীচ মূলত সূর্যাস্তের বীচ। নির্জন-নিরিবিলিতে সময় কাটাতে হলে পালোলেমের সৌন্দর্য এ এক অনন্য। সাগরের পাশ দিয়ে চলে গেছে 'ব্ল্যাক ওয়াটার ' অর্থাৎ একটি ছোট খাঁড়ি যেখানে গেলে উপভোগ করবেন দলে দলে ঈগলের ঘোরাঘুরি ও মাছ শিকার আরও কত কি! রাতের পালোলেম মানেই একটা হালকা ঠান্ডা হাওয়া শরীরকে শিহরিত করে তুলবেই সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই আর সঙ্গে থাকবে ঢেউ এর গর্জন। সারা বীচ মেতে ওঠে রোমান্টিকতায়, কোথায় ক্যান্ডেললাইট ডিনার, কোথাও আবার মিউজিক লাইভ কনসার্ট। সারা বীচ জুড়ে আলোর রোশনাই, আকাশেও আলো ও রঙের খেলায় ব্যস্ত পর্যটকেরা। প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যটকই ভিনদেশী বা বিদেশি। একা একাই সময় কাটাতে আসাই যায় এই বীচে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ এর বীচ উপভোগ করতে ছুটে আসে বহু ভ্রমণ পিপাসু। আর আমার মতো ভ্রমণপাগল মানুষের চোখে গোয়ার সেরা বীচ হল পালোলেম বীচ আক্ষরিক অর্থে Palolem।	

	সেয়াশ্রী সামুই (মানকুর, হাওড়া)
	নাম: সৃজিতা চক্রবর্তী হরিনাভি,সোনারপুর

দ্বিতীয় পর্ব-	নারী কলমে – মেমসাহেব	ধারাবাহিক প্রবন্ধ
সবক্ষেত্রে না হলেও বেশিরভাগ এটাই হয়ে এসেছে, যে মা বা নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হতো ওই পুত্র সন্তানের জন্য পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতেন।কিন্তু এই সন্তান জন্মানোর ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে কি হবে তার বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে পুরুষের অবদান অনেক বেশি নারীর থেকে।তবুও কন্যা সন্তান জন্ম দিলে সেই নারীর কপালে জুটতো অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জন। আর কোন সন্তান না হলে ও নারী অত্যাচারিত হত আজো তার ব্যতিক্রম পুরোপুরি হয়নি। সন্তান না জন্মানোর জন্য যতটা নারী দায়ী তার থেকে অনেক বেশি অক্ষমতা পুরুষের সেটা প্রমাণিত।কিন্তু কোনোদিনই সমাজ সেটা স্বীকার করেনি, যার ফলে একটা শূন্যতা তৈরী হয়েছে নারীর মনে। সমাজ বদলেছে, আজ কিছুটা হলেও পুরুষেরা সচেতন হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো সেই নারীকে সামাজিক ভাবে নানা শুভ অনুষ্ঠানে দূরে সরিয়ে রাখার একটা রেওয়াজ শাস্ত্র বিধানের দোয়াই দিয়ে চলে আসছে।যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।একবার কোনো নারী যদি সন্তানহীনা বা সন্তান না হয়, সেই মায়ের বা নারীর মনের খবর বা তার মনের কষ্ট বোঝার চেষ্টা কেউ করেনা। কারণ সমাজ চায় নারী সন্তান দেবে, তারা একটা উৎপাদনযন্ত্র, আর পুরুষের সেটা অধিকারে বস্তু ,তাকে যেমন খুশি তেমন ভাবে ব্যবহার করবে। যুগ পাল্টাচ্ছে, এখন নারী তার স্বাধীনতা আদায়ে যথেষ্ট সক্রিয়। তারা সুশিক্ষিত হচ্ছে, স্বনির্ভর হচ্ছে তবুও একটা নির্ভর শীলতা থেকে যায় সেই পুরুষের প্রতি।সেই কারণটা আর কিছুনা, সেটা হলো ওই ছোটবেলা থেকে শিখে আসা পুরুষ হলো দামি, আর মেয়েরা তার দাসী। শারীরিক গঠনের তারতম্য করে মেয়েদের প্রথম থেকেই পর্দার আরালে রাখার প্রবণতা আজ ও আছে. নারীর শরীরে যেমন গঠনগত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি পুরুষেরও আছে। কিন্তু সবসময় নারী দেহকেই আলাদা করে দেখা হয়েছে। আর সেই ধারণা থেকে পুরুষের মনেও নারী শরীরের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু সমান ভাবে দেখতে গেলে উভয়ের শরীরের কিছু সংবেদনশীল স্থান আছে যা উভয় লিঙ্গের কাছেই সমান আকর্ষণীয়।		
ক্রমশ...		

খুব সহজে বানিয়ে ফেলুন বাসি ভাতের গরম খিচুড়ি
বলো কলকাতা, নিউজ ডেস্ক:- খুব সহজেই অল্প সময়ে বানিয়ে ফেলা যায় বাসি ভাতের গরম খিচুড়ি। বাসি ভাতের খিচুড়ি বানাতে নিয়ে নিন বাসি ভাত, মুগ ও মসুর ডাল আধ কাপ, ছোলা ও মাষকলাইয়ের ডাল ১/৪ কাপ, সবজি ও শিমের দানা আধ কাপ, মটরশুঁটি আধ কাপ, গাজরকুচি ১টি, বাঁধাকপি-কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ২,৩টি,আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল-চামচ, হলুদ,নুন, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, আস্ত গরম মসলা, কাঁচামরিচ ৫,৬টি, সাদা তেল ২,৩ টেবিল-চামচ,নুন, পেঁয়াজকুচি ১/৪ কাপ, রসুন খেঁতো করা আস্ত ১টি, আস্ত জিরা ১ চা-চামচ, শুকনামরিচ ৪,৫টি,তেজপাতা ২,৩টি, সরিষার তেল। বাসি ভাতের খিচুড়ি বানাতে প্রথমে ডাল ধুয়ে ভিজিয়ে ছোলার ডাল আলাদা করে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ডাল ফুলে গেলে জল বারিয়ে হাঁড়িতে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে সব বাটা ও গুঁড়া মসলা কষিয়ে তারপর ছোলার ডাল কষিয়ে এমনভাবে জল দিন যাতে ছোলার ডাল প্রায় সিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর জল শুকিয়ে গেলে সবজি মিশিয়ে গাজর ছাড়া অন্য সবজিগুলো কষিয়ে সবজি প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেলে অন্যান্য ডাল মিশিয়ে আবার কষাতে থাকুন। এরপর ডালের রং পরিবর্তন হয়ে গেলে রান্না করা ভাত মিশিয়ে জল দিন। এরপর আরেকটি প্যানে একটু বেশি পরিমাণ সরিষার তেল গরম করে আস্ত জিরা, তেজপাতা ও শুকনামরিচ ফোঁড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ও রসুন বাদামি করে ভেজে খিচুড়ির মধ্যে ঢেলে মিশিয়ে উপরে গরম মসলাগুঁড়া ছড়িয়ে আবার ঢেকে দিলেই রেডি বাসি ভাতের খিচুড়ি।
দৃষ্টি- শক্তি বাড়াতে চান?
বলো কলকাতা, নিউজ ডেস্ক:- চোখ একটি সংবেদনশীল অঙ্গ। এই অঙ্গটির স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল না রাখলে দৃষ্টিশক্তির উপর সরাসরি প্রভাব পড়ে। তাই ডায়েটে এমন কিছু খাবার রাখতে হবে যা এই অঙ্গের কার্যক্ষমতা বাড়াতে পারে। তারপরই আপনার দৃষ্টি হয়ে উঠবে ঈগলের মতো! অর্জুনের ন্যায় লক্ষ্যভেদও করতে পারবেন অনায়াসে।কোন কোন খাবার ডায়েটে রাখলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়? আসুন সেই উত্তর জেনে নেওয়া যাক।সবুজ শাক-সবজি পাতে রাখাটা খুবই জরুরি। এই ধরনের খাবারে রয়েছে ভিটামিন সি এবং ই। এই দুই ভিটামিন চোখের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া এতে আছে ক্যারোটিনয়েডস, লিউটিন এবং জিয়াজ্যান্থিন। এই উদ্ভিজ্জ উপাদানগুলি মানব শরীরে ভিটামিন এ হিসাবে কাজ করে। এই উপাদানগুলি চোখের ক্রনিক রোগ, ছানির আশঙ্কা কমিয়ে দেয়। তাই শাকপাতা ডায়েটে থাকা দরকার। তবে শাক, সবজি রান্নার আগে ভালো করে ধুয়ে নিন।লাল রঙা আলু কিন্তু চোখের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। আসলে লাল বা কমলা রঙের যে কোনও সবজিতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন। এই উপাদানটি হল ভিটামিন এ-এর একটি ভাগ। আর ভিটামিন এ সরাসরি চোখের খেয়াল রাখার কাজে যুক্ত। এছাড়া মিষ্টি আলুতে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই মেলে। এই উপাদানগুলিও চোখের জন্য জরুরি। পাঁঠার মাংস রসিয়ে খেতে ভালোবাসেন জানি! তবে এখন সেই মাংস থেকে দূরে থাকার সময় চলে এসেছে। বরং খেতে পারেন লিন মিট। কী ঘাবড়ে গেলেন নাকি? ঘাবড়ানোর তেমন কিছু হয়নি। বরং জেনে রাখুন, চর্বি ছাড়া মাংসকে লিন মিট বলা হয়। এক্ষেত্রে চিকেনের ব্রেস্ট হল লিন মিটের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই ধরনের মাংসে থাকে জিঙ্ক। এই জিঙ্ক আপনার লিভার থেকে ভিটামিন এ-কে চোখে নিয়ে যায়। এরপরই চোখ নিজের কাজ ঠিকমতো করতে পারে। ডিমের থেকে উপকারী এবং কম পয়সার একটি খাবার আপনি শত খুঁজলেও পাবেন না। ডিমের মধ্যে নানা উপকারী পুষ্টিগুণ রয়েছে। এতে আছে জিঙ্ক, জিয়াজ্যান্থিন, লিউটিন ইত্যাদি। এই উপাদানগুলি চোখে ক্ষতিকর নীল আলোর প্রভাব দূর করে দেয়। ফলে রেটিনা সুস্থ থাকে। এমনকী ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের হাত থেকেও বাঁচায় পারে। তাই প্রত্যহ সকালে একটা ডিম পাতে থাকা দরকার। এই সবজির ব্যবহার বাঙালিদের মধ্যে তেমন নেই। কিন্তু স্কেয়াশ খেলেও চোখের খেয়াল রাখা সম্ভব। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং ওমেগা থ্রি। এই সমস্ত উপাদান মিলে এই সবজিকে অনন্য করে তোলে। এছাড়া পাতে রাখুন ব্রকালি। চোখের সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এই সবজি দারুণ কার্যকরী।